ইস্টবেঙ্গল সমাচার

জুন ২০২৩ ■ দাম - ৫০ (পঞ্চাশ টাকা)

ইমামি ইস্টবেঙ্গল মহিলা আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন

ক্রাউড ফান্ডিংকে স্বাগত

সলমন খানকে বরণ ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের

শতবর্ষের সোনার কয়েন হাতে সলমন

সূচি

মহিলা ইমামি ইস্টবেঙ্গলের শিল্ড জয়

জুন, ২০২৩

অরূপ পাল : ইমামি ইস্টবেঙ্গল মহিলা দল আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়ে নয়া নজির গড়ল ২-৩

সমাচার প্রতিবেদন :লাল-হলুদের তুলসীর লক্ষ্য ভারতীয় দলে খেলার৪

পারিজাত মৈত্র: ক্রাউড ফাইন্ডিং ঘিরে সদস্য-সমর্থকদের উৎসাহ তুঙ্গে ৫

সমাচার প্রতিবেদন : আন্তঃ মহাদেশীয় টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ভারত ৬

সমাচার প্রতিবেদন : নতুন মরশুমে লাল-হলুদের ভরসা ৬

সমাচার প্রতিবেদন : বিশ্ব ক্লাবের পাশে জায়গা পেল ইস্টবেঙ্গল ৭

সমাচার প্রতিবেদন : প্রয়াত প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলার তরুণ বসু মজুমদার ৭

ব্রান্ড ইস্টবেঙ্গল ৮-৯

কাশীনাথ ভট্টাচার্য : স্বপ্নের দৌড় ম্যান সিটির ১০

জয় ভট্টাচার্য : এবার আইপিএলে নজরকাড়া ক্রিকেটাররা ১১

কুশল চক্রবর্তী : দলবদলের সেকাল-একাল ১২-১৩

প্রদীপ রক্ষিত : ঐতিহাসিক কৃতিত্ব স্থাপন করেও আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত পিয়ালী ১৪-১৫

সমাচার প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গল ফুটবল স্কুল ১৬

শ্রদ্ধার্ঘ্য

নয়নের সম্মুখে তুমি যে নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাঁই।

ইস্টবেঙ্গল সমাচারে দীর্ঘদিন তাঁর লেখা পড়েছেন পাঠক-পাঠিকারা। সদ্য প্রয়াত সেই কলমচি বীরু বসুকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফ থেকে জানায় শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। ঘুমের দেশে ভালো থাকুন সকলের প্রিয় বীরুদা।

সম্পাদকীয়

ঘুচিয়ে দিয়ে সকল কালো!
বুকের মধ্যে মশাল জ্বালো!
আবার যেন ফিরছি মোরা!
কাটিয়ে দিয়ে সকল খরা!
মুছে ফেলে সকল গ্লানি!
আবার আমরা ফিরবো জানি!
হতাশ, কিন্তু মৃত নই!
জীবন যুদ্ধে অবিচল!
বুক চিরলেই ইস্টবেঙ্গল!

কবিতাটি ইস্টবেঙ্গল সমর্থক শ্রীঞ্জয় পালের লেখা। কবিতাটি শুধু শ্রীঞ্জয় পালের মনের কথা নয়। এটা আমার, আপনার শুধু নয়, সমস্ত লাল-হলুদ সমর্থকদের মনের কথা। আমরা মানছি গত কয়েক বছর ফুটবল মাঠে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পারফরম্যান্স আহামরি ছিল না। খেলার হার-জিত আছে। গত কয়েক বছর কী হয়েছে তা আর মনে রাখতে চাই না। পিছন ফিরে না তাকিয়ে এবার আমাদের লক্ষ্য ঘুরে দাঁড়ানোর। এবার আমরা আশাবাদী ভালো পারফরম্যান্স করার ব্যাপারে। আর এজন্য নতুন মরসুমে ইমামি ইস্টবেঙ্গল কর্তারা শক্তিশালী দল গড়তে মাঠে নেমে পড়েছেন। গত মরশুমে আইএসএল টুর্নামেন্টে নজরকাড়া ফুটবলার নতুন মরশুমে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে মাঠে নামবেন। কোচ হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে আইএসএল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন দলের কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাতকে। মরশুমের শুরুতে ইমামি ইস্টবেঙ্গলের মহিলা ফুটবল দল প্রথমবার অনুষ্ঠিত আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়ে নয়া নজির গড়েছে। কন্যাশ্রী কাপের পর মহিলা ফুটবল দল আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়ে দ্বি-মুকুট জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছে। মহিলা ফুটবল দলের মতোই নতুন মরশুমে ইমামি ইস্টবেঙ্গল ছেলেদের দলও চমক দেওয়ার অপেক্ষায়। ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইয়ে শুধু চাই ইস্টবেঙ্গল সদস্য, সমর্থকদের ক্লাবের পাশে থাকা। সবাই পাশে থাকলে আমরা নিশ্চিত ইস্টবেঙ্গল আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।' জয় ইস্টবেঙ্গল।

ইস্টবেঙ্গল সমাচার পত্রিকার দাম বৃদ্ধি

বর্তমানে আর্ট পেপারের দাম অত্যাধিক বৃদ্ধি হওয়ার জন্য ইস্টবেঙ্গল সমাচার পত্রিকার দাম বৃদ্ধি করতে বাধ্য হলাম। তাই ১০ টাকার পরিবর্তে জুন মাস থেকে ইস্টবেঙ্গল সমাচার পত্রিকার দাম ৫০ টাকা করা হল।

ইস্টবেঙ্গল লাইব্রেরি ও আর্কাইভ খোলা থাকবে প্রতিদিন দুপুর দুটো থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত, রবিবার বন্ধ। মেম্বারর্স লাউন্স খোলার সময় দুপুর ১২টা। প্রতিদিন খোলা থাকবে সবার জন্য।

ইমামি ইস্টবেঙ্গল মহিলা দল আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়ে নয়া নজির গড়ল

অরূপ পাল, ইস্টবেঙ্গল সমাচার

মেয়েদের কন্যাশ্রী কাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর মেয়েদের প্রথম আইএফএ শিল্ডে চ্যাম্পিয়ন ইমামি ইস্টবেঙ্গল এফসি। ২ জুন, ২০২৩ নদিয়ার তেহট্ট, স্টেডিয়ামে আয়োজিত ফাইনালে ইমামী ইস্টবেঙ্গল এফসি এক তরফা ম্যাচে ৫-০ গোলে শ্রী ভূমি স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়ে মহিলাদের প্রথম আইএফএ শিল্ড ঘরে তোলে। উল্লেখ্য কন্যাশ্রী কাপেও শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন খেতাব জয় করেছিল লেসলী ক্লডিয়াস সরণি ক্লাব ইস্টবেঙ্গল। কন্যাশ্রী কাপের মতো আইএফএ শিল্ড ফাইনালেও অপ্রতিরোধ্য ছিল লাল-হলুদের মহিলা ফুটবলারা। শ্রীভূমির বিরুদ্ধে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণে ঝড় তোলেন লাল-হলুদ জার্সি গায়ে খেলতে থাকা তুলসী হেমব্রম, বর্ণালী কাঁড়ার, মৌসুমী মুর্মুরা। বিশেষ করে তুলসী হেমব্রম। গোটা টুর্নামেন্টে ফর্মে থাকা তুলসীকে শ্রীভূমি ফুটবলারদের আটকাতে সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না। কন্যাশ্রী কাপে শ্রীভূমির হয়ে খেললেও, আইএফএ শিল্ডে তুলসী খেলেন লাল-হলুদ জার্সি গায়ে। ফাইনালে পুরনো ক্লাবের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক সহ চারটি গোল করে ম্যাচের সেরার পুরস্কার পান তুলসী। শুধু ফাইনালে হ্যাটট্রিক করাই নয়, প্রথম ম্যাচে নদিয়া ডিএসএ-র বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক এবং দ্বিতীয় ম্যাচে চাঁদনী এসসি'র বিরুদ্ধে ডাবল হ্যাটট্রিক করেন তিনি। সেমিফাইনালে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বিরুদ্ধে তাঁর গোল দুটি। চার ম্যাচে ১৫টি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পাওয়ার পাশাপাশি টুর্নামেন্টের সেরা ফুটবলারের পুরস্কারও পান তুলসী। একটি টুর্নামেন্টে সব কয়টি সেরার পুরস্কার পেয়ে নতুন রেকর্ড গড়লেন দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসা এক রোখা মেয়েটি। বাকি গোলটি করেন বর্ণালী কাঁড়ার। একটি ম্যাচে না হেরে এবং গোল না খেয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজির গড়ল ইমামি ইস্টবেঙ্গল। চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইমামি ইস্টবেঙ্গল পেল এক লক্ষ টাকা। রানার্স শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব পেল ৭৫ হাজার টাকা।

শিল্ড জয়ের পর ক্লাব তাঁবুতে ইমামি ইস্টবেঙ্গলের মহিলা ফুটবল দল।

আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর তেহট্ট স্টেডিয়ামে ইমামি ইস্টবেঙ্গল মহিলা ফুটবলারদের উল্লাস।

টুর্নামেন্টে তিনটি সেরার পুরস্কার পাওয়ার পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন করতে পেরে খুশি তুলসী। দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসা ২৩ বছরের তুলসী বলেন, আমার বাবা চাষের কাজ করেন। তাই আমার একটা চাকরির খুবই প্রয়োজন। তবে শুধু চাকরি নয়, ভারতীয় দলের জার্সি গায়েও খেলতে চাই। দেশের জার্সি গায়ে মাঠে নামার জন্য সব রকম কষ্ট সহ্য করতেও আমি প্রস্তুত আছি। ম্যানেজার কাম কোচ হিসেবে ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন করতে পেরে বেজায় খুশি ইন্দ্রাণী সরকার। লাল-হলুদের কোচ কাম ম্যানেজার ইন্দ্রাণী বলেন, কোচের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি। ফুটবলাররা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য সহযোগিতা করেছে, আর লাল-হলুদ কর্তারা ভরসা রেখেছে। ফুটবলার এবং কোচের পাশাপাশি দলকে চ্যাম্পিয়ন করতে অবদান রয়েছে প্রাক্তন ফুটবলার মিনতি রায়ের। সহকারী কোচ হিসেবে সাফল্য পাওয়া মিনতি বলেন, কন্যাশ্রী কাপের পর আইএফএ শিল্ড জয় একটা দারুণ ব্যাপার। এ মরশুমে দুটি টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইস্টবেঙ্গল। দ্বি-মুকুট জয়ী ইস্টবেঙ্গল দলের একজন সদস্য হিসেবে গর্ববোধ করছি। শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে মহিলা ফুটবল দলের হাতে তুলে দেওয়া হয় নগদ ১ লক্ষ টাকা।

লাল-হলুদের তুলসীর লক্ষ্য ভারতীয় দলে খেলার

তিনটি সেরার পুরস্কার তুলসীর দখলে।

সমাচার প্রতিবেদন : একই মরশুমে দুই ক্লাবের হয়ে খেলার নজির গড়লেন জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত গ্রাম কান্দাসোলের বাসিন্দা তুলসী হেমব্রম। নতুন বছরের শুরুতে কন্যাশ্রী কাপের ফাইনালে তুলসী খেলেছেন শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের জার্সি গায়ে। কন্যাশ্রী কাপের ফাইনালে যে দলের কাছে শ্রীভূমি হেরেছিল অর্থাৎ সেই ইস্টবেঙ্গলের জার্সি গায়ে আইএফএ শিল্ড টুর্নামেন্টে খেলেছেন জঙ্গলমহল থেকে উঠে আসা মহিলা ফুটবলারটি। কন্যাশ্রী কাপে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পেলেও, শ্রীভূমি স্পোর্টিংকে চ্যাম্পিয়ন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন তুলসী। কন্যাশ্রী কাপে ব্যর্থ হলেও, প্রথমবার আইএফএ শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন করতে বড় ভূমিকা ছিল মেসি ভক্ত তুলসী। শিল্ডের চারটি ম্যাচে তাঁর গোল সংখ্যা ১৫টি। চারটি ম্যাচে তাঁর হ্যাটট্রিক তিনটি। এর মধ্যে একটি ডাবল হ্যাটট্রিকও রয়েছে। ফাইনাল ম্যাচ এবং টুর্নামেন্টের সেরা ফুটবলাররের পুরস্কার পাওয়ার পাশাপাশি সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কারও পেয়েছেন তুলসী। অথচ তাঁকে ফুটবলার হওয়ার লড়াই শুরু করতে হয়েছিল নিজের বাড়ি থেকেই। বাবা রসিক চাঁদ হেমব্রম নিজের জমিতে চাষাবাদ করেন। খুব ছোট্টবেলা থেকেই ফুটবলের প্রতি টান ছিল তাঁর। তুলসীর স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই তুলসী সাদা-কালো আঁকিবুকি বলটার টানে ছুটে যেতেন মাঠে। ঘণ্টা দুয়েক অনুশীলন করে ক্লান্ত শরীর নিয়ে ফিরে আসতেন ছোট্ট টালির ঘরে। ঘরে ফেরার পর বাবা রসিক চাঁদ বলতেন, ছেলেদের খেলা খেলে কী হবে! আসলে বাবা কখনও চাইতেন না আমি ফুটবল খেলি। বাবার বারণ সত্ত্বেও আমি রোজ বিকেলে ফুটবলের টানে মাঠে ছুটে যেতাম। আর এটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র মা চিন্তা হেমব্রমের উৎসাহে। পাশাপাশি আমার জেদ ছিল হাজার বাধা বিঘ্নের মধ্যে আমাকে ফুটবলার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে। পাড়ার ছেলেদের খেলা দেখেই আমার ইচ্ছে হয়েছিল ফুটবল খেলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবো। ফুটবল খেলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্যে ২০১৯ সালে খেলা শুরু তুলসীর। মাত্র এক বছরের মধ্যে জঙ্গলমহল ফুটবল টুর্নামেন্টে সেরা ফুটবলারের পুরস্কার পান তুলসী। জঙ্গলমহল টুর্নামেন্টে সেরার পুরস্কার পাওয়ার সুবাদে সুব্রত কাপে খেলার ডাক আসে তাঁর। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সুব্রত মুখার্জী কাপে তুলসীর দুরন্ত পারফরমেন্স নজর কাড়ে ফুটবল বিশেষজ্ঞদের। সুব্রত কাপে ভালো খেলার সুবাদে মহিলাদের কন্যাশ্রী কাপে তুলসীর ডাক আসে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের জার্সি গায়ে খেলার জন্য। কন্যাশ্রী কাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা পুরস্কার পেলেও শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবকে চ্যাম্পিয়ন করতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়েন তিনি। এবার লাল-হলুদ জার্সি গায়ে প্রথমবার অনুষ্ঠিত আইএফএ শিল্ড টুর্নামেন্টে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন করতে বড় ভূমিকা ছিল তাঁর। সাঁকরাইল কলেজে পড়াশুনো করার পাশাপাশি ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে খেলাই লক্ষ্য লিওনেল মেসিকে আদর্শ করে বেড়ে ওঠা তুলসীর।

আক্রমণাত্বক মেজাজে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে তুলসী হেমব্রম।

ক্রাউড ফান্ডিং ঘিরে সদস্য-সমর্থকদের উৎসাহ তুঙ্গে

পারিজাত মৈত্র, ইস্টবেঙ্গল সমাচার

শিলিগুড়িতে ক্রাউড ফান্ডিং নিয়ে আলোচনায় মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের কার্যকরী কমিটি সমিতির সদস্য দেবব্রত সরকার। পাশে ইস্টবেঙ্গল সমর্থক চেক তুলে দিচ্ছেন ফুটবল সচিব সৈকত গাঙ্গুলির হাতে। রয়েছেন লাল-হলুদ কর্তা দেবব্রত সরকার, দীপ্তেন বোস।

ইস্টবেঙ্গল সমর্থক চেক তুলে দিচ্ছেন ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকারের হাতে। রয়েছেন ফুটবল সচিব সৈকত গাঙ্গুলি, সুমন দাশগুপ্ত।

একটি প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পবি চালনা করতে গেলে চারটি পিলারের প্রয়োজন পরে। প্রথমত, ক্লাবের পরিচালক মণ্ডলী, দ্বিতীয়ত, ক্লাবের সদস্য সমর্থক, তৃতীয়ত, ক্লাবের শুভানুধ্যায়ীগণ এবং চতুর্থত, ক্লাবের প্রাক্তনীরা। এই চারটি পিলারের সমন্বয়ে সহযোগিতায় সমস্ত প্রতিকূলতা ভেদ করে একটি প্রতিষ্ঠান এগিয়ে চলে দুর্বার গতিতে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ও এর ব্যতিক্রম নয়। ক্লাবের এই চারটি পিলারের মজবুত ভিত ক্লাবকে গর্বের সাথে তার শতবর্ষ পার করতে সাহায্য করেছে। তবে এই দীর্ঘ সময়ে বাধা যে আসেনি তা কিন্তু নয়। কিন্তু যতবার বাধা এসেছে, যতবার ক্লাব প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে, চারটি পিলার একত্রিতভাবে হাতে হাত ধরে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ক্লাবের পাশে। কারণ, সবাই চায় তাদের ভালোবাসার প্রতিষ্ঠানটি ধরণির চার দিগন্তে মশালের দীপ্ত আলোক শিখা মেলে ধরুক। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক না কেন গর্বের সাথে যাতে বলতে পারে, ''আমি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সমর্থক''। বংশ পরম্পরায় এই ধারাকে ধরে রেখেছে প্রতিষ্ঠানের চারটি পিলারের সাথে যুক্ত মানুষেরা।

আজ ক্লাবের অগ্রগতির ধারা সাময়িকভাবে কিছুটা থমকে গিয়েছে। তাই সময় এসেছে আবারও চারটি পিলারের সমন্বয়ে, সহযোগিতায় সেই ধারাকে সচল করে তোলার। একশো বছরের চলার পথে আমাদের পূর্বসূরিরা সেটি পেরেছিলেন, আমরাও পারবো, আমদেরকে যে পারতেই হবে, তবেই না আমরা উত্তরসূরিদের জন্য আমাদের ভালোবাসার প্রতিষ্ঠানটিকে স্বসম্মানে রেখে যেতে পারবো।

চলুন সবাই মিলে একত্রিতভাবে ক্লাবের পাশে দাঁড়াই, ক্লাবের উন্নয়নে সামিল হই। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের জন্য আপনাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে ক্লাব কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত বিবরণ।—

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব
ময়দান টেন্ট, কলকাতা - ৭০০০২১

আবেদন

সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, ক্লাবের সদস্য, সমর্থক এবং শুভানুধ্যায়ীদের ইচ্ছানুসারে এক্সিকিউটিভ কমিটি আমাদের ক্লাবের পরিকাঠামো, যুব উন্নয়ন এবং ক্রীড়ার উন্নয়নের জন্য "ক্রাউড ফান্ডিং" সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

যে সকল ইচ্ছুক সদস্য, সমর্থক এবং শুভানুধ্যায়ীরা তাঁদের অনুদান নিম্নোক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রদান করবেন সেই সকল সম্ভ্রান্ত সদস্য, সমর্থক এবং শুভানুধ্যায়ীদের ক্লাব কর্তৃক একটি সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে।

EAST BENGAL CLUB
AXIS BANK LTD
(TOLLYGUNGE Br. KOLKATA)
PIN - 700 040
A/c No.- 913020024771956,
IFSC - UTIB0000045
UPI ID: fcbizqnjabp@freecharge

SCAN QR CODE
TO PAY
EAST BENGAL CLUB

ওপরের উল্লেখিত ক্রাউড ফান্ডিং প্রয়াস সম্পর্কে জানানো হচ্ছে যে, উপরোক্ত অ্যাকাউন্ট নম্বরে যারা ইতিমধ্যেই আর্থিক সহযোগিতা করেছেন বা ভবিষ্যতে করতে চান, তাঁদের ট্রান্সাকশনের সমস্ত তথ্য এবং নাম, ঠিকানা, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, ই-মেইল আইডি, ট্রান্সাকশন আইডি, ট্রান্সাকশনের পরিমাণ এবং ট্রান্সাকশনের তারিখ, এই নম্বরে - **8910259029** হোয়াটসঅ্যাপ করে দিতে হবে।

তারিখ : ১৮ জুন ২০২৩
কলকাতা - ৭০০ ০২১

স্বা/- রূপক সাহা
অবৈতনিক অ্যাসিস্টেন্ট
জেনারেল সেক্রেটারি

দেশের জার্সি গায়ে সুনীলের ৯১টি গোল

আন্তঃ মহাদেশীয় টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ভারত

সমাচার প্রতিবেদন : ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে দু'ধাপ এগিয়ে থাকা লেবাননকে পরিষ্কার ২-০ গোলে হারিয়ে আন্তঃ মহাদেশীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ভারত। ৪৬ বছর পর লেবাননের বিরুদ্ধে জয়ের কারিগর ভারত অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী এবং লালিয়ানজুয়াল ছাংতে। চার দলই টুর্নামেন্টে ভারত কোনও গোল হজম করেনি। মণিপুরে ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্টে খেতাব জয়ের পর ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে আন্তঃমহাদেশীয় টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ভারত। দুটি টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পাশাপাশি ঘরের মাঠে টানা নয়টি ম্যাচে অপরাজিত রইল ভারত। ফলে একরাশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে এবার ভারত খেলতে নামবে সাফ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে। গ্রুপ লিগের ম্যাচে ভারত- লেবানন ম্যাচটি শেষ হয়েছিল গোলশূন্যভাবে। গ্রুপ লিগের ম্যাচে আটকে গেলেও ফাইনালে ভারতের সামনে সে ভাবে কোনও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকা লেবানন। ফাইনাল ম্যাচের প্রথমার্ধে কোনও গোল না হলেও, দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের হয়ে গোল দুটি করেন সুনীল ছেত্রী এবং লালিয়ান জুয়ালা ছাঁতে। ফাইনালে গোল করে এবং করিয়ে ম্যাচের সেরার পুরস্কার পান ছাংতে। টুর্নামেন্টের সেরা ফুটবলারের পুরস্কার পান ভারতীয় ডিফেন্ডার সন্দেশ জিঙ্গান। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে ভারত ২-০ গোলে হারায় মাঙ্গোলিয়াকে। দ্বিতীয় ম্যাচে ভারত সুনীল ছেত্রীর গোলে জয় পায় ভানুয়াতুর বিরুদ্ধে। চার ম্যাচে ভারত গোল করেছে ৫টি। দুটি করে গোল করেছেন সুনীল ছেত্রী এবং ছাংতে। লেবাননের বিরুদ্ধের এক গোল করার পর সাফ কাপ টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেন সুনীল। দেশের জার্সি গায়ে আপাতত ১৩৯টি ম্যাচে সুনীল ছেত্রীর গোল ৯১টি ।

নতুন মরশুমে লাল-হলুদের ভরসা যাঁরা

সমাচার প্রতিবেদন : নতুন মরশুমে ইমামি ইস্টবেঙ্গল কর্তারা ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন তারকা ফুটবলারকে চুক্তিবদ্ধ করেছেন। যাঁরা এবার লাল-হলুদ জার্সি গায়ে ইমামি ইস্টবেঙ্গল দলের অন্যতম ভরসা। লাল-হলুদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ফুটবলাররা গত মরশুমে আইএসএল টুর্নামেন্টে নজর কাড়া ফুটবল খেলেছেন। নতুন মরশুমে যাঁরা লাল-হলুদের অন্যতম ভরসা তাঁরা হলেন জেভিয়ার সিভেরিয়ো। সল ক্রেসেপো। ২০২১-২২ মরশুমে হায়দরাবাদ এফসির হয়ে খেলতে নেমে নজর কেড়েছিলেন জেভিয়ার সিভেরিয়ো। হায়দরাবাদ এফসিকে আইএসএল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন করতে বড় ভূমিকা ছিল তাঁর। গত মরশুমেও হায়দরাবাদ জার্সি গায়ে নজরকাড়া পারফরম্যান্স ছিল তাঁর। গত দুই মরশুমে জেভিয়ার সিভেরিও হায়দরাবাদ এফসির জার্সিতে ৪৫টি ম্যাচে মাঠে নেমে গোল করেছেন ১২টি। ওড়িশা এফসির জার্সি গায়ে গত মরশুমে বেশ ভাল ফুটবল উপহার দিয়েছিলেন মিডফিল্ডার সল ক্রেসপো। ওড়িশা এফসিরকে প্রথমবার আইএসএল টুর্নামেন্টের প্লে অফে খেলা এবং সুপার কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে এএফসি কাপে যোগ্যতার্জনের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার সল ক্রেসপোর। ২৬ বছর বয়সি ক্রেসপো গত মরশুমে ৩টি গোল করেছিলেন। এছাড়া গত আইএসএল টুর্নামেন্টে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলা নন্দকুমার, নিশু কুমার এবং বোর্জা হেরেরা লাল-হলুদের অন্যতম ভরসা এবার।

এদিকে সাত বছর পর ইস্টবেঙ্গলে ফিরলেন মিডফিল্ডার হরমোনজিৎ খাবরা। প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক ক্রেসেপো ফেডারেশন কাপ, একবার আইএফএশিল্ড, একবার সুপার কাপ এবং সাতবার কলকাতা লিগ জিতেছেন লাল-হলুদ জার্সিতে। এরপর বেঙ্গালুরু এফসি, চেন্নাইয়ন এফসি এবং কেরালা ব্লাটার্স-এর হয়ে খেলার পর ফের তিনি এ মরশুমে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে মাঠে নামবেন। পুরনো ক্লাবে ফিরতে পেরে তিনি বেশ খুশি। হরমোনজিৎ সিং খাবরা বলেন, ইস্টবেঙ্গল আমাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, আমি ফের সমর্থকদের সামনে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে ভালো খেলতে চাই। নতুন মরশুমে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে খেলতে দেখা যাবে মন্দার দেশাই ও এডুইন ভঙ্গপালকে। মন্দার দেশাই প্রথম ফুটবলার হিসেবে আইএসএলে একশোটি ম্যাচ খেলার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

বার্সিলোনা এফসি-র ফেসবুকে পেইজে পৃথিবীর সেরা ক্লাবগুলোর সাথে জায়গা করে নিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব

সমাচার প্রতিবেদন : রিয়েল মাদ্রিদ, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, চেলসি, বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, বায়ার্ন মিউনিখ সহ বিশ্বের সেরা ক্লাবগুলির পাশে এবার জায়গা করে নিল লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। জুন মাসের প্রথমে বার্সেলোনার তরফে একটি ভিডিয়োও প্রকাশ করা হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেখানে বিশ্বের সেরা ক্লাবগুলির প্রতীকের সঙ্গে রয়েছে ভারত থেকে একমাত্র শতাব্দী প্রাচীন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতীক।১০৩ বছরের ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের এই কৃতিত্ব অসাধারণ। আইএসএলএ টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়া পড়শি পাড়া ক্লাবেরও জায়গা হয়নি বার্সেলোনার তরফে প্রকাশিত ভিডিয়োতে। বিশ্বফুটবলের মঞ্চে লাল-হলুদ ক্লাবের প্রতীক জায়গা পাওয়ায় খুশি ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখছেন অসাধারণ প্রাপ্তি। শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের জনপ্রিয়তা যে বিশ্বজুড়ে তা ফের আরও একবার প্রমাণ হল।

প্রয়াত প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলার তরুণ বসু মজুমদার

সমাচার প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ফুটবলার তরুণ বসু মজুমদার সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। লাল-হলুদ জার্সি গায়ে তিনি ১৯৭২ এবং ৭৩ মরশুমে খেলেছেন। ৭২'র মরশুমে ত্রিমুকুট জয়ী ইস্টবেঙ্গল দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। এমনকী সে বছর বাংলাদেশে আমন্ত্রণী ম্যাচে ঢাকায় খেলতে গিয়েছিলেন তরুণ বসু মজুমদার। তাঁর প্রয়াণে শোকাহত লাল-হলুদ কর্তা ও সদস্য-সমর্থকরা। ইস্টবেঙ্গলের পক্ষ থেকে রইল শ্রদ্ধাঞ্জলী। ৭২'র মরশুমে ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা। ছবিতে বাঁদিক থেকে ৪র্থ জন তরুণ বসু মজুমদার।

ভারতীয় কুস্তিগীরদের পাশে থাকবার জন্য ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তনীরা মিলিত।

নতুন ফুটবল মরশুমে খেলবার জন্য ইস্টবেঙ্গল মাঠ তৈরির প্রস্তুতি।

ব্রান্ড ইস্টবেঙ্গল

নতুন সাজে ইস্টবেঙ্গল তাঁবু

গ্রন্থাগার

কনফারেন্স রুম

ড্রেসিং রুম

কাফেটোরিয়া

নয়া সাজে ইস্টবেঙ্গল মাঠ, গ্যালারি ও ফ্লাড লাইট

টিম বাস

ব্রান্ড ইস্টবেঙ্গল

আর্কাইভ

মেম্বার্স লাউঞ্জ

সিনিয়র ও প্রতিবন্ধীদের জন্য লিফট

জিম

জাকুজি

স্বপ্নের দৌড় ম্যান সিটির

কাশীনাথ ভট্টাচার্য, ক্রীড়া সাংবাদিক

চ্যাম্পিয়নস লিগ ট্রফি হাতে ম্যানচেস্টার সিটি ফুটবলাররা।

বেলা গুটম্যানের অভিশাপের কথা জানেন?

হাঙ্গেরির গুটম্যানের সঙ্গে এই প্রজন্মের ফুটবলপ্রেমী হয়তো তত পরিচিত নন। অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান গুটম্যান চল্লিশ বছর কোচিং করিয়েছিলেন ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে। সেরা সাফল্য ছিল বেনফিকায়। পরপর দুবার ইউরোপিয়ান কাপ, এখন যা চ্যাম্পিয়নস লিগ। ইউসেবিওর 'মেন্টর' পোর্তুগিজ ফুটবল তখন গুটম্যানের শাসনে।

সেই গুটম্যান বেনফিকা ছেড়েছিলেন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝামেলায়। মাইনে খানিকটা বাড়াতে বলেছিলেন। বেনফিকা কর্তারা মানেননি। অভিমানে কয়েক ফোঁটা চোখের জলও পড়েছিল গুটম্যানের। ক্লাব ছেড়ে বেরোনোর আগে অভিশাপ দিয়ে গিয়েছিলেন, আগামী ১০০ বছরে ইউরোপে জিতবে না বেনফিকা।

না, তারপর বার আটেক ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় ফাইনালে উঠেও বেনফিকা ট্রফি পায়নি। গতবার সেভিয়ার কাছে ইউরোপা লিগের ফাইনালে হারের পর আলোচনায় উঠে এসেছিল 'বেনফিকার অভিশাপ'।

ম্যানচেস্টার সিটি দ্বিতীয়বার ইউরোপের ফাইনালে ওঠার পর 'অভিশাপ' প্রসঙ্গ আবারও আলোচিত, পেপ গারদিওলার জন্য। সিটির ম্যানেজারের সঙ্গে বিশেষ ভালো সম্পর্ক ছিল না ইয়াইয়া তুরের। বার্সেলোনা ছেড়ে আসতে হয়েছিল ইয়াইয়াকে, আর সিটিতে যখন এসেছিলেন গারদিওলা, শেষ মরশুম ছিল ইয়াইয়ার। আইভরি কোস্টের প্রাক্তন অধিনায়ক বলেছিলেন, তাঁর শেষ মরশুম 'শেষ' করে দিয়েছিলেন কাতালান ম্যানেজার।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফিতে চুম্বন কোচ গারদিওয়লার

ইয়াইয়ার প্রাক্তন এজেন্ট দিমিত্রি সেলুক তখনই অভিশাপ দিয়েছিলেন গারদিওলাকে, আর কখনও চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতবেন না। দিমিত্রির মতে যা তখন ছিল আফ্রিকার শমনের অভিশাপ। কাকতালীয় হলেও সত্যি, ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে ফাইনালে উঠে চেলসির কাছে হারতে হয়েছিল গারদিওলাকে।

সেই দিমিত্রি এবার বলেছিলেন, আফ্রিকার অপদেবতারা অভিশাপ তুলে নিয়েছেন। অর্থাৎ, সিটি এবার জিততে পারে ইউরোপে।

শেষ পর্যন্ত জিতলও। ফাইনালে হারাল ইন্তার মিলানকে, স্পেনীয় রোদরির একমাত্র গোলে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জয় অভ্যাসে পরিণত এখন গারদিওলার সিটির। এবারও জিতেছেন। তাঁর সাত বছরে পঞ্চমবার। সঙ্গে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে হারিয়ে এফএ কাপও। তাই ত্রিমুকুট এল। ইংল্যান্ডের ক্লাব হিসাবে শহরশত্রু ইউনাইটেডের যে রেকর্ড ছিল ১৯৯৯ সালে, অ্যালেক্স ফার্গুসনের প্রশিক্ষণে, ছুঁয়ে ফেলল সিটি। গারদিওলা আকাশে উঠে গেলেন দুটি ভিন্ন ক্লাবের হয়ে দেশ ও ইউরোপে জিতে ত্রিমুকুট অর্জন করে। ২০০৯ সালে বার্সেলোনার পর ২০২৩ সালে সিটিতে। না, এই রেকর্ড ইউরোপে আর কোনও কোচের নেই।

সিটির এই সাফল্যকে খাটো করে দেখাতে অনেক বিশেষজ্ঞই আঙুল তুলছেন শেখ মনসুরের অফুরান পেট্রোডলারের ভাণ্ডারের দিকে, যাঁরা মানতে চাইছেন না গারদিওলার প্রশিক্ষণ পদ্ধতির সার্থকতা। দল গড়ে তোলার অকল্পনীয় পরিশ্রম এবং দল হিসাবে শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় ফুটবলার কেনাবেচার স্বীকৃত পদ্ধতিকে অস্বীকার করাই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। গারদিওলা বা সিটির অবশ্য তাতে বয়েই গেল। তাঁরা ইতিহাস লিখে ফেলেছেন সিটিকে প্রথমবার ইউরোপ-সেরার ট্রফি দিয়ে।

সিটিকে সেরা হিসাবে গড়ে তুলতে সেই অর্থে তারকা বলতে দুজনকে পেয়েছেন গারদিওলা। বেলজিয়ামের কেভিন ডে ব্রুইন ও নরওয়ের আর্লিং হাল্যান্ড। ডে ব্রুইন দলের মস্তিষ্ক হলে, হাল্যান্ড সেরা অস্ত্র। মরশুমে মোট ৫২ গোলে যাঁর পরিচয়। মনে রাখবেন, সিটিতে হাল্যান্ডের পর এই মরশুমের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোল আর্জেন্তিনার বিশ্বজয়ী খুলিয়ান আলবারেজের, ১৭। বোঝা সহজ হাল্যান্ডের একচ্ছত্র আধিপত্য।

লিওনেল মেসিকে না পেলে গারদিওলা কিছুই করতে পারেন না, এই তত্ত্বও আপাতত বাজে কাগজের ঝুড়িতে। হ্যাঁ, কাতালান কোচ নিজেকে পাল্টেছেন। বার্সেলোনায় ৪-৩-৩ ছিল, মাঝে বায়ার্ন হয়ে সিটিতে এসে আপাতত এই ২০২৩ সালে গারদিওলার সিটি খেলছে ৩-২-৪-১। তিন ডিফেন্ডার ক্রিস ওয়াকার, রুবেন দিয়াস, ম্যানুয়েল আকানজির সামনে জন স্টোনস আর রোদরিগো এরনানদেজ, রোদরি-র জোড়া উপস্থিতি, জোরালোও। এরপরই সেই চারজনের মাঝমাঠ যা আলো করে রয়েছেন জার্মানির ইলকাই গুন্ডোগান ও বেলজিয়াম ডে ব্রুইন। তাঁদের দু'পাশে ডানা মেলছেন পোর্তুগিজ বেরনার্দো সিলভা এবং ইংরেজ জ্যাক গ্রিলিশ। স্টোনস আর রোদরি যখন নিচে নামছেন, ওয়াকার আর আকানজিও উঠছেন ওপরে। আবার, বিপক্ষের অ্যাটাকিং থার্ডে ফুটবলার বাড়ানোর প্রয়োজনে রোদরিকে হামেশা দেখা যায় বিপ বক্সের ওপর থেকে দূরপাল্লার শট নিতে। ঠিক যেমন করলেন চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালেও। তাঁর ডানপায়ের শটেই গোল এবং ট্রফি।

সিটির এই চলমানতা শুরু হয় ব্রাজিলীয় গোলরক্ষক এদেরসনের পায়ে। হ্যাঁ, গারদিওলার গোলরক্ষকরা হাতে বল নিয়ে যতই স্বাচ্ছন্দ্য, পায়েও। আর আক্রমণ শেষ হয় হাল্যান্ডের পায়ে। এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগেও সর্বোচ্চ ১২ গোল নরওয়েজিয়ানের। তাও সেমিফাইনালে রেয়াল মাদ্রিদের বিরুদ্ধে এবং ফাইনালে গোল নেই।

ইপিএল-এ সিটির কাছাকাছি মানের দল নেই বললেই চলে। এই দল ধরে রাখলে গারদিওলা যে পরের বছরও জাদু দেখাতেই পারেন। সর্বোচ্চ সাফল্যের লক্ষ্যে চলতে থাকলে অনুপ্রাণিত হওয়া সহজ। গন্তব্য পৌঁছে যাওয়ার পর আত্মতুষ্টি আসে। যেমন এসেছিল য়ুরগেন ক্লোপের লিভারপুলে। সতর্ক থাকতে হবে গারদিওলাকে এই একটাই ব্যাপারে। যদি পারেন, সামনের মরশুমেও একইরকম সফল, হতেই পারে ম্যানচেস্টারের নীল দল।

এবার আইপিএলে নজরকাড়া ক্রিকেটাররা

জয় ভট্টাচার্য, ক্রীড়া সাংবাদিক

যশস্বী জয়সওয়াল

শুভমান গিল

রিঙ্কু সিং

সদ্য শেষ হয়েছে ২০২৩ সালের আইপিএল টুর্নামেন্ট। এবারের ক্রিকেটের এই মহাকরণের ছিল ১৬তম সংস্করণ। এই সংস্করণে ক্রিকেটের ২২ গজ থেকে উঠে এলেন অনেক ভারতীয় খেলোয়াড়। তার মধ্যে যেমন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় আছেন, তেমনি আছেন নতুন খেলোয়াড়রাও। প্রথমেই আসা যাক ব্যাটসম্যানের তালিকায়।

চলতি আইপিএল-এর আসরে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে নজর কেড়েছেন শুভমন গিল। পাঞ্জাবের এই তরুণ ব্যাটম্যানকে বলা হচ্ছে ভবিষ্যতের তারকা। বিশেষজ্ঞরা থেকে শুরু করে প্রাক্তন খেলোয়াড়দের অনেকেই এই মত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য তাঁদের এই অনুমান মিথ্যা হয়নি একবারেই।

নাইট রাইডার্সের প্রাক্তন এই ব্যাটসম্যান চলতি আইপিএল-র আসরে খেলেছেন হার্দিক পাণ্ডিয়ার গুজরাট টাইটান্সের হয়ে এবং হার্দিকরা যে চলতি আইপিএল-র লিগ টেবিলের শীর্ষে থেকেই ফাইনালে উঠেছিল তার অন্যতম কারণ হচ্ছে শুভমানের দুরন্ত ব্যাটিং।

১৭টি ম্যাচে ৮৯০ রান এসেছে শুভমানের ব্যাট থেকে। অ্যাভারেজ ৫৯.৩৩। স্ট্রাইকরেট হল ১৫৭.৮০। প্রায় হাজারের কাছে রান করেই ক্ষান্ত হননি এই পাঞ্জাব তনয়। পাশাপাশি করেছেন তিন তিনটি শতরান এবং শুভমানের সর্বোচ্চ রা ১২৯। সুতরাং ছন্দে থাকা শুভমান সব সময়ই যে বোলারদের কাছে ত্রাসের কারণ হয়ে ওঠার অন্যতম কারণই তাঁর নজরকাড়া পারফরম্যান্স।

তবে তিনটি শতরান করেই ক্ষান্ত হয়েছেন শুভমন। না তা একেবারেই নয়। শতরানেও পাশাপাশি শুভমানের ব্যাট থেকে এসেছে চারটি হাফ সেঞ্চুরি। কাজেই তাঁকে যে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা আগামীর তারকা বলছেন তা একেবারেই যে ভুল নয় তার প্রমাণ শুভমান চলতি বছরের আইপিএল-এ।

শুভমান পাশাপাশি কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে ২০২৩-র আইপিএল-এর ব্যাটার নজর কেড়েছেন একজন ব্যাটসম্যানই। তিনি হলেন উত্তর প্রদেশের আলিগড় থেকে উঠে আসা রিঙ্কু সিং।

রিঙ্কুর ক্রিকেটার হওয়ার ইতিহাস অবশ্যই অনেক লম্বা ও কঠিন। তবুও নেহাত ক্রিকেটের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা এবং আত্মত্যাগ না থাকলে যে এই সাফল্য পাওয়া যায় না রিঙ্কুই তাঁর জ্বলন্ত উদাহরণ। তবে আর একজনও আছেন। তাঁর কথায় পরে আসছি। নাইটদের বিরুদ্ধে গুজরাট টাইটান্সের ম্যাচ চলছে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। রুদ্ধশ্বাস সেই ম্যাচ। যেখানে পরতে পরতে রয়েছে শুধু উত্তেজনা আর উত্তেজনা। নাইটদের প্রথম সারির প্রায় সব ব্যাটসম্যানই আউট হয়ে গিয়েছেন। সেই অবস্থায় ক্রিজে একা রিঙ্কু। গুজরাট দলের বোলার হিসেবে যিনি ছিলেন তিনিও রাজ্য দলের রিঙ্কুর সতীর্থ যশ ধুল।

অবিশ্বাস্যভাবে ইডেনের সেই রাতে নাইট দলের হয়ে ঝলসে উঠলেন রিঙ্কু। পাঁচটি ছয় পরপর মেরে গুজরাটকে হার মানাতে বাধ্য করালেন তিনি। সেই রিঙ্কু শুধু একটি ম্যাচেই ভালো খেলেননি বেশ কয়েকটি ম্যাচেই তাঁর পারফরম্যান্স ছিল নজরকাড়া।

রিঙ্কু চলতি আইপিএল-এর আসরে মোট রান করেছেন ৪৭৪। ১৪টি ম্যাচে নাইটদের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন তিনি এবং একটা বা দুটো ম্যাচ বাদ দিয়ে প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই রিঙ্কু হয়ে উঠেছিলেন নাইটদের ম্যাচের ট্র্যাজিক হিরো। কাজেই ২০২৩-র আইপিএল-এর আসরে নতুন হিরো অবশ্যই আলিগড়ের রিঙ্কু।

রিঙ্কুর মতোই আর এক তরুণ ব্যাটম্যানকে অবশ্যই চলতি আইপিএল মনে রাখবে, তিনি হলেন যশস্বী জয়সওয়াল। রাজস্থানের হয়ে এই তরুণ ব্যাটসম্যানও যেন চলতি আইপএল-র আসরে নতুন নায়ক হয়ে উঠলেন।

রিঙ্কুর মতো তাঁর উত্থান ছিল যথেষ্ট লড়াইয়ের। তবুও ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা ও কঠোর অনুশীলন আজ যশস্বীকেও বানিয়ে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটের ট্র্যাজিক হিরো। প্রায় আধা ম্যাচেই রাজস্থানের হয়ে ঝলসে উঠেছে তাঁর ব্যাট। মোট ৬২৪ রান এসেছে এই ব্যাটসম্যানের ব্যাট থেকে। তবে যশস্বীর খেলা ১২৪ রানের ইনিংস এবং তাঁর দুরন্ত পারফরম্যান্স তাঁকে ভারতীয় দলের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। যদি এই ছন্দ তিনি ধরে রাখতেন, তাহলে সব ধরনের ক্রিকেট ফরম্যাটে যশস্বী হয়ে উঠবেন লম্বা রেসের ঘোড়া।

এই দুই তরুণ যেমন ভবিষ্যতের তারকা হিসেবে উঠে এল চলতি আইপিএল-র আসর থেকে, ঠিক তেমনিই এঁদের থেকে কিছুটা অভিজ্ঞতার নিরিখে এগিয়ে থাকা ক্রিকেটার হিসেবে ধারাবাহিকতায় যে কয়জনের নাম উঠে আসবে মহারাষ্ট্র থেকে উঠে আসা চেন্নাই দলের ব্যাটিং-র হার্টথ্রব ঋতুরাজ গায়কোয়াড়।

চেন্নাই দল চলতি আইপিএল-এ ব্যাটিংয়ে অনেকটাই নির্ভর করেছিল এই ব্যাটসম্যানটির ওপর। ১৬টির মধ্যে ১৫টি ম্যাচ খেলেছেন ঋতুরাজ। সর্বোচ্চ রান করেছেন ৯২। সেঞ্চুরি না পেলেও ধারাবাহিক ছন্দে ছিলেন এই ব্যাটসম্যানটি এবং তাঁর ব্যাটিংয়ের ওপর ভর করেই বড় রানের টার্গেট বিপক্ষের সামনে দিয়ে ম্যাচ জিতেছিল ধোনি ব্রিগেড।

ব্যাটারদের পাশাপাশি যদি একটু বোলারদের দিকে তাকানো যায় তাহলে অবশ্যই প্রথমেই চোখ পড়বে ভারতীয় দলের অভিজ্ঞ বোলার মহম্মদ সামির দিকে। সব ফরম্যাটের ক্রিকেটে বল হাতে সফল এই পেসারটি।

চলতি আইপিএল-র আসরে গুজরাট টাইটান্সের হয়ে দুরন্ত ছন্দে ছিলেন তিনি। হার্দিকের বাহিনীতে থাকা সামি ২৮টি উইকেট নিয়ে প্রমাণ করেছেন তিনি এখনও সেরা।

সামির মতো একইরকম পারফরম্যান্স করেছেন স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। রাজস্থানের হয়ে অশ্বিনের হাতের ভেলকিও ছিল চোখে পড়ার মতো। রাজস্থান ফাইনালে উঠতে না পারলেও অশ্বিন-চাহাল জুটির পারফরম্যান্স ছিল নজরকাড়া।

সুতরাং সব মিলিয়ে একথা বলা যেতেই পারে অভিজ্ঞতা বনাম তারুণ্যের বিচ্ছুরণে চলতি আইপিএল উপহার দিল অনেক কিছু।

দলবদলের সেকাল-একাল

কুশল চক্রবর্তী, ক্রীড়া সাংবাদিক

কলকাতা ক্লাবের দলবদল নিয়ে উত্তেজনা তখনও ছিল আজও আছে। কিন্তু তাতে ঘটছে এক বিপুল চরিত্রগত পরিবর্তন। দলবদল নিয়ে গুজব আগেও ছড়াত এখনও ছড়ায়। আগে ময়দানের বটতলায় মানুষের মুখে মুখে দলবদল নিয়ে যে গল্পগুলো উঠে আসত আজ তা উঠে আসে ইউ টিউবের খবরে। আগের দলবদলের গুজব বা ঘোড়ার মুখের খবর উঠে আসার কারণ ছিল, কিছু মানুষের কিছুক্ষণের জন্য হলেও নিজের প্রতি কিছু আশেপাশের লোককে আকৃষ্ট করার ব্যাপার। আর আজ, ডিজিটাল মাধ্যমে দলবদলের গুজব ছড়িয়েও যদি কিছু পয়সা কামানো যায় তারই প্রচেষ্টা। কলকাতা ফুটবলে মোটামুটি ১৯৯৫ সালের আগে অবধি দলবদলের রোমাঞ্চকর অনেক গল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। ইতিহাসের পাতায় সেই সব ঘটনার যারা কুশীলব তারা কলকাতার ফুটবল প্রেমীদের কাছে এখনও চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। যেমন ইস্টবেঙ্গলের জ্যোতিষ গুহ, জীবন চক্রবর্তী, পল্টু দাস, অরুণ ভট্টাচার্য, মোহনবাগানের শৈলেন মান্না, গজু বাসু, টুটু বসু, মহামেডানের এরফান তাহের রান্দেরিয়ান, দলবদলের বাজারে আজও এরা নানা গল্প গাথার মালিক। এই দল বদলের বাজারে সেই সব দিনে "ঘরের ছেলে" বলে একটা কথা খুব চালু ছিল। আইএফএ টোকেন প্রথা চালু করার পর থেকেই দলবদলের গল্পের অনেকটা ভাঁটা পড়ে।

পল্টু দাস | জ্যোতিষ গুহ | ডাঃ নৃপেন দাস | জীবন চক্রবর্তী

১৯৭৪ সালের একটা দলবদলের ঘটনা দিয়ে শুরু করা যাক। সেবার ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তারা ঠিক করল মোহনবাগানের এক উদীয়মান তারকা সুরজিত সেনগুপ্তকে দলে নেবে। মোহনবাগানের কর্মকর্তারা এর আঁচ আগেই পেয়েছিলেন। অতএব তারা ঠিক করলেন সুরজিতকে তাদের দলে সই করিয়ে মুম্বাইতে রোভার্স কাপ খেলতে পাঠিয়ে দেবেন। যাতে কিনা ইস্টবেঙ্গলের হাতে সুরজিত পড়তে না পারে। অতএব তাকে মোহনবাগানের কর্মকর্তা শৈলেন মান্না মোহনবাগানের গোপন ডেরায় নিয়ে চলে যান। গোপন ডেরায় সুরজিত বাড়ি ফিরে যাবার বায়না ধরেন ও প্রায় খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেন। ইস্টবেঙ্গলে তৎকালীন দাপুটে কর্মকর্তা পল্টু দাসও ছাড়বার পাত্র নন, তিনি সুরজিতের বাড়িতে খবর দেন যে সুরজিতকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। ব্যাপারটা পুলিশের কাছে গেছে দেখে, মোহনবাগান কর্মকর্তারা আর সুরজিতকে ধরে রাখেননি। মুক্ত সুরজিত সেনগুপ্ত ইস্টবেঙ্গলে যোগদান করেন।

আটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে দলবদলের বাজার জমিয়ে রাখত কৃশানু-বিকাশ জুটি। সারা বছর ধরে তারা আগামী বছর কোথায় খেলবে তা নিয়ে দুই বড় ক্লাবের মানে ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান সমর্থকদের বছর ভর আলোচনার শেষ ছিল না। প্রতিবার তাদের দল বদল ছিল সব সময় রহস্য রোমাঞ্চে ঘেরা। ১৯৮৫ সালে ১ বৈশাখ বারপুজো অনুষ্ঠানে যখন এই কৃশাণু বিকাশ জুটি ইস্টবেঙ্গল মাঠে হাজির হয়েছিল তখন তারা কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে খাতায় কলমে সই করেনি। ইস্টবেঙ্গলের চিরকালীন সম্পদ ও কর্মকর্তা জীবন চক্রবর্তী তাদের নিয়ে এসেছিলেন ইস্টবেঙ্গলের গোপন ডেরা থেকে। ১৯৯০ সালে এই কৃশানু আর বিকাশকে তৎকালীন ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল সেক্রেটারি সুপ্রকাশ গড়গড়ি যেভাবে মাদ্রাজের হোটেল থেকে মোহনবাগানের হাত থেকে বার করে এনেছিলেন তা তো আজও কলকাতা ময়দানের রূপকথা হয়ে রয়েছে। ১৯৭৬ সালের পাটনায় সন্তোষ ট্রফির মাঠ থেকে জীবন চক্রবর্তীর পাহারা এড়িয়ে মোহনবাগান

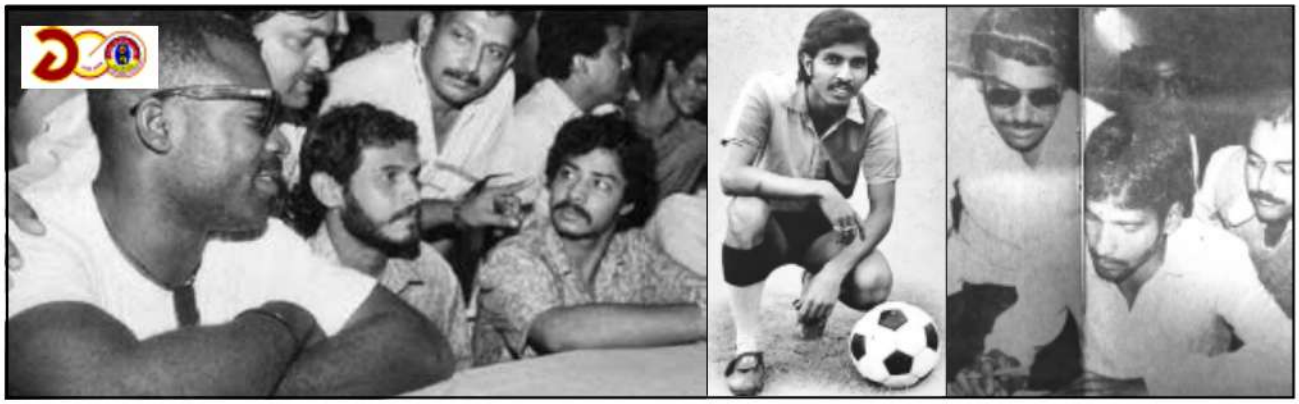

যেভাবে ফুটবল সেক্রেটারি তিওয়ারির সহযোগী রবি রায় সাহায্যে ইস্টবেঙ্গল থেকে ছিনিয়ে এনেছিল তাও ছিল এক বলবার মতো ঘটনা। সে সব দিনে কোনো বড় দলের একজন নামকরা খেলোয়াড়কে অন্য কোনো বড় দলে নিতে গেলে, বড় ক্লাবের কর্মকর্তারা তার আত্মীয় পরিজন থেকে অফিসের বস কারোরই সাহায্য নিতে পিছপা হতো না। এমনকি দলবদলে অনেক সময় টাকার চেয়েও প্রাধান্য পেত ক্লাবের সাথে বা ক্লাবের কর্মকর্তার সাথে সেই খেলোয়াড়ের সম্পর্কটা। জ্যোতিষ গুহের কথায় বলরামের মতো খেলোয়াড় যে, কত বেশি টাকার হাতছানি থেকে দূরে থেকে ইস্টবেঙ্গলে খেলছে তা বলে বোঝানো যাবে না। আবার ধীরেন দের কথায় জার্নাল সিং যে কত বেশি টাকার প্রলোভন থেকে দূরে থেকে মোহনবাগানে খেলছে তাও বলে বোঝানো যাবে না।

১৯৮৫ সালের ১লা বৈশাখ বারপুজো অনুষ্ঠানে কৃশাণু-বিকাশ জুটিকে নিয়ে ইস্টবেঙ্গল মাঠে হাজির হয়েছিলেন ক্লাব কর্তা জীবন চক্রবর্তী। সেই সময় লাল-হলুদ জার্সি গায়ে খেলার জন্য খাতায় কলমে সই করেননি কৃশাণু-বিকাশ জুটি।

২০০০ সালে এসে ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান যখন চুক্তি করেছিল যে একে অপরের খেলোয়াড় আর নেবে না। তখন থেকেই কলকাতা মাঠে দলবদল নিয়ে ভাঁটার টান শুরু হয়। ২০০৭ সালে আবার দু'দলের একে অপরের খেলেয়াড় নেবার ব্যাপারটা চালু হলেও কোথাও যেন একটা তাল কেটে গিয়েছিল। তারপর আবার এল টোকেন প্রথা। অর্থাৎ কিনা আইএফএ প্রত্যেক খেলোয়াড়ের নামে একটা টোকেন ইস্যু করে দিত। যে ক্লাবের কাছে ঐ খেলোয়াড়ের টোকেন থাকত, সে সেই দলের খেলোয়াড় বলে গণ্য হতো। তা নিয়েও পরে দেখা গেল অনেক গণ্ডগোল। এখন তো আবার খেলোয়াড় নেবার ব্যাপারটা এসে দাঁড়িয়েছে এজেন্ট প্রথার মাধ্যমে। ২০০৯ সালে মধ্যে মাঠের খেলোয়াড় স্নেহাশিস চক্রবর্তীর চুক্তি সই করে দলবদল করা নিয়ে ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানের সংঘাত, এই চুক্তি ভিত্তিক পদ্ধতি নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছিল। যত দিন গেছে মাঝে মাঝেই এই চুক্তি পত্রে সই করে কোনো দলে যোগদান করা বা অন্য দলে চলে যাওয়া নিয়ে নানা বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। যেমন ২০১৭ সালে অবিনাশ রুইদাস, ২০১৯ সালে জবি জাস্টিনের ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে যাওয়া নিয়ে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে এই প্রথা। তবে করোনার পরে, ২০২২ সালে যখন আইএফএ অন লাইন দল পরিবর্তন প্রথা চালু করল, তখন বলতে গেলে আইএফএ অফিসে ভিড় করে বিভিন্ন ক্লাবের সমর্থকদের দলবদলের উত্তাপ পোহানোর ব্যাপারটায় চিরকালের জন্য ইতি পড়ে যায়। যদিও বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে সিআরএ তাঁবুতে দলবদলের নাম নথিভুক্ত করার একটা ব্যবস্থা আছে বটে।

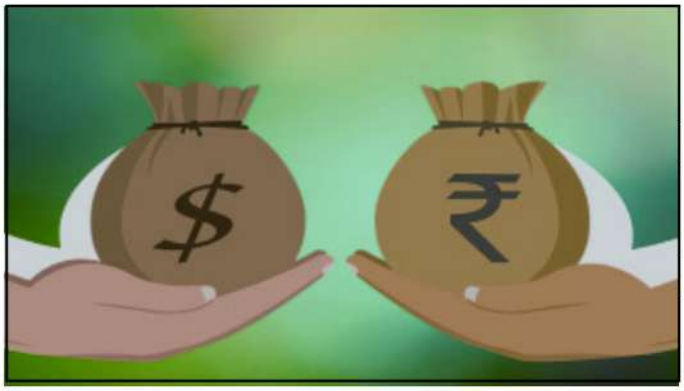

কিন্তু সুতারকিন স্ট্রিটের আইএফএ অফিসে মহম্মদ হাবিব, সুরজিত সেনগুপ্ত বা নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামের অস্থায়ী দলবদলের কেন্দ্রে কৃশানু, বিকাশ, চিমা, অলোক মুখার্জি, দেবাশিস রায়ের দলে থেকে যাওয়া বা দল পরিবর্তন করা নিয়ে আপামর জনতার ঘাত প্রতিঘাত, তা আর ফিরে আসবে কি? কারণ, এখন তো শুধু চুক্তিপত্র দেখে খেলোয়াড় নেওয়া বা না নেওয়ার ব্যাপার আর বাজেটের দিকে লক্ষ্য রেখে চলা। আর একদিন প্রেস কনফারেন্স করে বলে দেওয়া কি দল হয়েছে।

অন্য দিকে এই সুযোগে কলকাতা ফুটবলের অসংখ্য সভ্য সমর্থককে ধোঁয়াশায় রেখে নানা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে কিছু মানুষকে তাদের "সিলভার টনিক" জোগাড়ের বন্দোবস্ত করার সুযোগ করে দেওয়া।

ঐতিহাসিক কৃতিত্ব স্থাপন করেও আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত পিয়ালী

প্রদীপ রক্ষিত, ক্রীড়া সাংবাদিক

পর্বতারোহী পিয়ালী বসাক

দায়িত্বপ্রাপ্ত শেরপারা ভেবেছিলেন পিয়ালী ওই উচ্চতায় ব্যাপক ঠান্ডায় মারা গেছেন। প্রায় বাইশ ঘণ্টা ঐ কনকনে ঠান্ডায় তীব্র সূর্যালোকে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে তুষার অন্ধত্বের (স্নো ব্লাইন্ড) কবলে পড়েন পিয়ালী।

চারদিন দেখতে পারেননি পৃথিবীর মায়াময় রূপ, নিজের ইচ্ছা মুখে তুলতে পারেননি। দুপায়ে তুষার ক্ষতের অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে শেরপায়ের কাঁধে ভর দিয়ে ওই কদিন পাহাড়ি পথের খানাখন্দ পেরোতে হয়েছে। নিজের পরিত্যক্ত মলমূত্রকে বহন করতে হয়েছে পরিধান বস্ত্রে। সমতলের কোনও বাসিন্দার পক্ষে আন্দাজ করা সম্ভব নয় এটা কতটা যন্ত্রণা এবং কষ্টদায়ক। ভুক্তভোগী ছাড়া অনুভব করা অসম্ভব। সমস্ত কষ্ট এবং অভিযানের বিভীষিকাকে অগ্রাহ্য করে বিধ্বস্ত অবসন্ন ক্লান্ত শরীর নিয়ে দমদমে নেতাজি সুভাষ বিমানবন্দর থেকে সেই পরিচিত হাসি ছড়িয়ে যখন বেরিয়ে আসছেন তখন সত্যি বিস্মিত হতে হয়। এই শীর্ণকায় এক মহিলার মধ্যে এত বিক্রম, এত তেজ, যে স্বদম্ভে দণ্ডায়মান গিরিরাজ হিমালয়ের ছয়টি আটহাজারী শৃঙ্গের মস্তক স্পর্শ করে স্বগর্বে বলতে পারেন তুমি যতই নিজেকে কঠিন বৃত্তে আবদ্ধ রাখো না কেন আমি আমার সমস্ত শ্রম অধ্যাবসায় তেজ দিয়ে তোমার দুর্ভেদ্য আবরণকে অতিক্রম করে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছবই।

চন্দননগর কাঁটাপুকুরের বাসিন্দা পিয়ালী বসাকের (৩৩) পাহাড়ের প্রতি ভালোবাসা গড়ে উঠেছিল ছোটোবেলায় কিশলয় পাঠ্য বইতে তেনজিং নোরগের জীবনী পড়ে। তখন থেকেই শিশু মনে কল্পনার রঙ বুনে থাকে। সুদূর নেপালে একদিন তেনজিং নোরগের বাড়ি যাবো। তেনজিং-র মতো পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গে উঠবো। ছোটবেলায় মানুষ অনেক কিছুর স্বপ্ন দেখে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে বিভিন্ন কারণে সেগুলো সব মন থেকে হারিয়ে যায়, ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

এইখানেই পিয়ালীর সঙ্গে অন্যদের পার্থক্য। কানাইলাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা পিয়ালী ২০১৮ সালে মা-বাবাকে সঙ্গে নিয়ে নেপালে বেড়াতে যান। মনের একটা ইচ্ছাকে গোপন করে। কাঠমাণ্ডুর দর্শনীয় স্থানগুলো মা-বাবাকে দেখিয়ে তাদের হোটেলে রেখে কয়েকদিনের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যান। গন্তব্যস্থল ছিলো তেনজিং-র জন্মভিটে। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে করতে বর্ষার কর্দমাক্ত পিচ্ছিল বিপদজনক পথে চারদিন হেঁটে পৌঁছে যান তেনজিং-র জন্মস্থান চায়নাপ্পা গ্রামে। যদিও সেই গ্রামে এখন তেনজিং-এর কোনো আত্মীয় থাকেন না। স্থানীয় গ্রামবাসীদের চিহ্নিত করা ভগ্নপ্রায় তেনজিং-র বাড়ির দোরগোড়ায় কলকাতা থেকে নিয়ে যাওয়া ফুল দিয়ে পিয়ালী তার অন্তরের দেবতাকে বিনম্র নিবেদন করে আসেন।

এই একটা ছোটো ঘটনাই পিয়ালীর নিখাদ পর্বতপ্রেমের নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বাংলার অন্য কোনও পর্বতারোহী তেনজিং-র জন্মভিটেয় গেছেন কিনা সন্দেহ।

তেনজিং-র গ্রাম থেকে ফিরে এসেই উত্তেজিত উৎসাহি পিয়ালী যোগাযোগ করলেন কাঠমাণ্ডুর এজেন্সির সঙ্গে। বললেন আমার পাহাড়ে চড়ার সমস্ত রকম প্রশিক্ষণ নেওয়া আছে আমি এভারেস্ট যাব।

ইতিমধ্যে বর্ষা এসে গেছে। এভারেস্ট অভিযান এবারের মতো সমাপ্ত হয়ে গেছে। এজেন্সি থেকে তা জানিয়ে দেওয়া হলো। নাছোড় পিয়ালী তো অভিযানে যাবেই। সেই আগ্রহও এবং প্রত্যাশা নিয়েই তো নেপাল আসা। এজেন্সির তরফে পিয়ালীকে জানিয়ে দেওয়া হলো তারা কয়েকজন বিদেশি পর্বতারোহীদের নিয়ে মানাসলু (৮২৬৩ মি.) অভিযানে যাচ্ছে। আগ্রহী থাকলে যেতে পারেন।

এভারেস্টের পথে পর্বতারোহী পিয়ালী বসাক

এই সংবাদ পিয়ালীর কাছে যেন হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো। পিয়ালী সঙ্গে সঙ্গে রাজি। চললেন জীবনের প্রথম আটহাজারী শৃঙ্গ আরোহণের লক্ষ্যে এবং লক্ষ্যেই বাজিমাত। বিদেশিদের টপকে গটগটিয়ে চড়ে স্পর্শ করে এলেন পৃথিবীর অষ্টম উচ্চতম শৃঙ্গ মানাসলু শীর্ষে। পিছিয়ে পড়া বিদেশিরা পিয়ালীর শারীরিক স্বক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখলেন ঐ উচ্চতায় ওর অক্সিজেন স্যাচুরেশন ক্ষমতা ৯৭। যা অন্যদের ক্ষেত্রে ৭৫ থেকে ৮০ হয়। ফলে স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে কম ওজনের শরীর নিয়ে পাহাড়ি পথে হাঁটতে অসুবিধা হয় না। ঐ পরীক্ষা পিয়ালীর আত্মবিশ্বাসকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই এখন যে কোনো অভিযানে যাওয়ার আগে ঘোষণা করেন "বিনা অক্সিজেনে" শীর্ষ আরোহণ করবো। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে ঐ ঘোষণা হাস্যাস্পদে পরিণত হচ্ছে।

পিয়ালী মানাসলু শৃঙ্গে সফল অভিযান দিয়ে শুরু করে একে একে এভারেস্ট, লোৎসে, ধৌলাগিরি (৮১৬৭ মি.) (অতিরিক্ত অক্সিজেন সিলিন্ডার ছাড়া) অন্নপূর্ণা (৮০৯১ মি.) এবং মাকালু (৮৪৮১ মি.) শৃঙ্গ জয় করে বাংলার পর্বতারোহণে এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। পিয়ালী ভারতে একমাত্র বাঙালি মহিলা পর্বতারোহী যিনি এই অনন্য কৃতিত্ব স্থাপন করেছেন।

পিয়ালী এক মাসের ব্যবধানে দুটো আটহাজারী শৃঙ্গের শীর্ষে আরোহণ করেছেন

দমদম বিমানবন্দরে পরিবারের সঙ্গে পর্বতারোহী পিয়ালী বসাক।

পিয়ালীর এক মাসের ব্যবধানে দুটো আট হাজারী শৃঙ্গ শীর্ষে আরোহণের কথা শুনে ভারতের প্রথম এভারেস্ট শৃঙ্গ জয়ী মহিলা পর্বতারোহী বাচেন্দ্রী পাল উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। দেরাদুন থেকে দূরভাষে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, ''পিয়ালী শুধু বাংলার নয় ও সারা ভারতের রোল মডেল। ছয়টা আটহাজারী শৃঙ্গ আরোহণ করেছেন। এটা খুব সহজ ব্যাপার নয়। ভারতের মেয়েদের মধ্যে যত নিশ্চিত এমনকি পুরুষদের মধ্যে যে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে ছয়টি আট হাজারী শৃঙ্গ আরোহণ করেছেন। শেরপা পিয়ালীকে মাঝপথে ছেড়ে চলে আসাটাকে একেবারেই সমর্থন করতে পারলেন না বাচেন্দ্রী। তীব্র সমালোচনা করে বললেন, ''এটা খুব চিন্তার বিষয়। অন্নপূর্ণা অভিযানেও বলজিৎকেও এভাবে ছেড়ে চলে এসেছিলো। ও কোনওভাবে বেঁচে গেছে। অভিযানের যাদের আমরা 'ব্যাকবন' বা মূল কাণ্ডারি হিসেবে সম্মান করতাম, তাদের এই ব্যবহার ভাবাই যায় না। নেপাল সরকার এবং শেরপা অ্যাসোসিয়েশন গুলো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। না হলে শেরপাদের সম্বন্ধে সারা বিশ্বে খারাপ বার্তা ছড়িয়ে পড়বে।

পিয়ালীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে বাচেন্দ্রী বলেন, আমি এবার যখন কলকাতায় যাবো অবশ্যই পিয়ালীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে আসবো। ও ভারতের মেয়েদের পথ দেখাচ্ছে। মেয়েরা ঝুঁকিপূর্ণ খেলায় অংশ নিতে পিছপা হন না।

চন্দননগরের বাড়িতে বসে পায়ে তুষারক্ষতের দিকে তাকিয়ে বললেন, এখনো তিনটি (কাঞ্চনজঙ্ঘা, চো ইউ, শিসাংপাঙমা) আটহাজারী শৃঙ্গ বাকি আছে। যেগুলোতে ভারতীয়দের আরোহণ করার অনুমতি আছে। পায়ের ক্ষতটা ভালো হলেই এবার বিশ্বের তৃতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার জন্য প্রস্তুতি নেবো।

সামান্য একটা স্কুলের চাকরি, ঘরে অসুস্থ বাবা, দেনায় ডুবে থাকা পিয়ালী কীভাবে এই অভিযানের অর্থ জোগাড় করবেন। পাশে বসা মায়ের হাতে হাত রেখে বললেন, জানি আমার মাথায় ৫০ লক্ষ টাকার দেনা আছে। মাকালু অভিযানে আরও তিরিশ লাখের মতো বাকি হয়ে গেছে। এজেন্সিকে বলেছি আস্তে আস্তে শোধ করবো। অভিযানে যাওয়ার আগে সমস্ত মানুষের কাছে সাহায্য চাইবো। যেমনভাবে প্রতিটি অভিযানে তারা আমাকে সাহায্য করেন। না দিলে আবার লোন করবো। চোয়াল শক্ত করে বললেন, যেভাবেই হোক পাহাড়ে যাবো।

আশ্চর্যের বিষয় বাংলার অনেক এভারেস্ট জয়ী রাজ্য সরকারের কাছে থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়েছিলেন। কিন্তু পিয়ালী এভারেস্ট সহ ছয়টি আটহাজারী শৃঙ্গ আরোহণ করার পরেও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কোনো আর্থিক অনুদান পাননি। পিয়ালী হতাশা কণ্ঠে বললেন, আমি অনেকবার যুব কল্যাণ দপ্তরের পর্বতারোহণ বিভাগে আবেদন করেছি। কিন্তু কিছু পাইনি। আমি কি বাংলার মেয়ে নই। আমার সাফল্যে কী বাংলার সুনাম হয় না। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারিনি। পায়ের ক্ষতটা ভালো হলে আবার চেষ্টা করবো। আমার কাছে পর্বতশীর্ষে ওঠার চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করারই এখন কঠিন মনে হচ্ছে।

স্বাভাবিকের চেয়ে কম ওজনের শরীর নিয়ে এভারেস্ট সহ ছয়টি শৃঙ্গ আরোহণ

আট হাজারি হিমালয়ের শৃঙ্গ আরোহণ করেছেন এটা কোনও মামুলি কথা নয়। পিয়ালী হিম্মতওয়ালী হওয়ায়। ওকে অভিনন্দন শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানাচ্ছি। বললেন দার্জিলিং-র হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউটের প্রাক্তন ফিল্ড ডিরেক্টর এবং এভারেস্ট শীর্ষ আরোহণকারী দর্জি লাটু।

উচ্ছ্বসিত ক্যানসার জয়ী লাটু সকালের প্রাতঃভ্রমণ সেরে দূরভাষে জানান পর্বতারোহণ একটা ঝুঁকিপূর্ণ খেলা। সব সময় থিয়োরি মেনে চলে না। হাতে কলমে শিখতে হয়। এখানে কঠিন পরিস্থিতিতে নিজেকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সিদ্ধান্ত ভুল হলেই জীবন মূল্যহীন হয়ে যাবে। যে মেয়েটি এতগুলো আটহাজারী শৃঙ্গ আরোহণ করেছেন অবশ্যই বলতেই হবে তিনি পাহাড়ে মানসিক এবং শারীরিকভাবে চূড়ান্ত ফিট। তার শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এবং মাথা চূড়ান্ত দুর্যোগের মধ্যেও সচল।

পিয়ালীর আত্মবিশ্বাস, সংকল্প ও চেষ্টা নিয়ে কোনও সংশয় নেই, কোনও প্রবঞ্চনা নেই। ও সত্যিকারের বাংলার হিরোইন বলে মেনে নিলেন ৮৪ বছরের দর্জি লাটু। একই সঙ্গে দুটো আটহাজারী শৃঙ্গে অভিযান এবং মাকালু থেকে ফেরার পথে বিপর্যয় নিয়ে লাটুর মন্তব্য এখন সবাই কোনো না কোনোভাবে অন্যায়ের চেয়ে নিজেকে আলাদাভাবে উপস্থাপিত করতে চায় কিছু রেকর্ড করতে চায়। তবে যে যাই করুক তার নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হয়েই এটা করা উচিত। ভুল করলে নিজেকেই তার খেসারত দিতে হবে। আমরা দূর থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না।

ইস্টবেঙ্গল ফুটবল স্কুল

ফুটবলে বহু ইতিহাস রয়েছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের। তাই আগামী দিনে নতুন প্রতিভা তুলে আনার লক্ষ্যে লাল-হলুদ কর্তারা ফুটবল স্কুল পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন। গত ৮ বছর ধরে রমরমিয়ে চলছে ইস্টবেঙ্গল স্কুল ফুটবল। এই স্কুল ফুটবলে ৫ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত আধুনিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অভিজ্ঞ কোচের পরিচালনায় ফুটবলাররা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে অনুশীলনে ব্যস্ত থাকে। প্রশিক্ষণ শেষে ফুটবলারদের সুষম আহারেরও ব্যবস্থা রয়েছে। 'ইস্টবেঙ্গল সমাচারে' ধারাবাহিক ভাবে স্কুল ফুটবলে প্রশিক্ষণ ছাত্রদের ও তাদের অভিভাবকদের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক লেখা প্রকাশিত হয়।

স্পন্দন বেরা

বয়স - ১১ বছর
পজিশন - স্ট্রাইকার
স্কুল - চিত্তরঞ্জন বিদ্যালয়
শ্রেণী - পঞ্চম
বাবা - সমীর বেরা
মা চামেলি দত্ত বেরা

আর পাঁচটা বাঙালি ছেলের মতো ফুটবল অন্তঃপ্রাণ স্পন্দন বেরার। ছেলের ফুটবলের প্রতি আগ্রহ দেখে মুগ্ধ বাবা সমীর বেরা। এক সময় কলকাতা ময়দানে প্রতিষ্ঠিত ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন সমীর। নিজে ফুটবলার হতে পারেননি, তাই ছেলেকে ফুটবলার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তিনি। আর সেই লক্ষ্যপূরণ করতে একমাত্র ছেলে স্পন্দনকে তিনি ভর্তি করিয়ে দেন ইস্টবেঙ্গল ফুটবল স্কুলে। সংসার টানার কাজে ব্যস্ত থাকলেও, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের স্কুল ফুটবল দলের অনুশীলনে স্পন্দনকে নিয়ে সময় মতো হাজির হন মা চামেলি দত্ত বেরা। চিত্তরঞ্জন বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র স্পন্দনের আদর্শ ফুটবলার পর্তুগালের অধিনায়ক ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে ভালো লাগে অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীর খেলা। সুনীলের মতো স্ট্রাইকার পজিশনই পছন্দ বালির বাসিন্দা স্পন্দনের। সুনীলকে আদর্শ করে বেড়ে ওঠা স্পন্দনের লক্ষ্য বাংলা তথা ভারতীয়য় দলের জার্সি গায়ে খেলা। আগামী দিনে স্পন্দন কলকাতা ময়দানে বড় ক্লাবের খেলার পাশাপাশি বাংলা তথা ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে খেলবে কিনা তা অবশ্য সময়ই বলবে। কিন্তু ওকে ঘিরে ইতিমধ্যে স্বপ্ন দেখা শুরু করেছেন বাবা সমীর বেরা ও মা চামেলি দত্ত বেরা। আগামী দিনে পেশাদার ফুটবলার হিসেবে একমাত্র ছেলেকে তৈরি করতে চায় বালি বসু বাটির বাসিন্দা বেরা দম্পতিরা। স্পন্দনের কথা উঠতেই মা চামেলি দত্ত বেরা বলেন, ছোট বেলায় ওর বাবার ফুটবলের প্রতি খুব আগ্রহ ছিল বলে শুনেছি। সেটাই দেখতে পেয়েছি একমাত্র ছেলে স্পন্দনের মধ্যে। তাই ওকে ইস্টবেঙ্গল ফুটবল স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে আমরা স্বামী-স্ত্রী দু'বার ভাবিনি। বেশ কিছুদিন হল আমার ছেলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ফুটবল স্কুলে অনুশীলন করছে। এর মধ্যেই অনুশীলনে ওর মধ্যে যথেষ্ট উন্নতি দেখতে পাচ্ছি। আমি চাই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের স্কুল ফুটবলে অনুশীলন করে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে যাক স্পন্দন। স্বপ্ন দেখি লাল-হলুদ জার্সি গায়ে ছেলের খেলার। ইস্টবেঙ্গল মাঠে অনুশীলন করতে পেরে বেজায় খুশি স্পন্দন। বাবা-মায়ের মতো স্পন্দনের লক্ষ্য লাল-হলুদ জার্সি গায়ে খেলার পাশাপাশি বাংলা তথা ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে খেলার। আর সেই লক্ষ্য নিয়েই অনুশীলনে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে বালি বসু বাটির ১১ বছর বয়সি স্পন্দন।

শ্রেয়েংশ ঘোষ

বয়স - ৮ বছর
পজিশন - স্ট্রাইকার
স্কুল - মেরিয়ান এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন
শ্রেণী - চতুর্থ
বাড়ি - ১২/১ পিকনিক গার্ডেন, কোলকাতা-৩৯
বাবা - শান্তনু ঘোষ
মা - অপর্ণা ঘোষ

বাবা শান্তনু ঘোষ বরাবরই খেলাধূলোয় উৎসাহী। এক সময় কলকাতা লিগে মার্কাস স্পোর্টিং ক্লাবের জার্সি গায়ে খেলেছেন। কিন্তু দুবছর খেলার পর হাঁটুর চোটের জন্য তাঁকে সরে দাঁড়াতে হয়। ফলে কলকাতা ময়দানে ফুটবলার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন অচিরেই শেষ হয়ে যায় শান্তনুর। নিজে ময়দানে ফুটবলার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি। নিজের অধরা স্বপ্নই এখন শান্তনু দেখছেন ছেলে শ্রেয়েংশর মধ্যে। আর সেই লক্ষ্যপূরণ করতে ছেলে শ্রেয়েংশকে তিনি ভর্তি করিয়ে দেন ইস্টবেঙ্গল ফুটবল স্কুলে। ব্যাবসার কাজে ব্যস্ত থাকলেও ইস্টবেঙ্গল দলের স্কুল ফুটবল অনুশীলনে শ্রেয়েংশকে নিয়ে সময় মতো হাজির হন বাবা শান্তনু। মেরিয়ান এডুকেশনাল ইনস্টিটিউড স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র শ্রেয়েংশর আদর্শ ফুটবলার হলেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক লিওনেল মেসি এবং ভারতীয় অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। মেসি, সুনীলকে আদর্শ করে বেড়ে ওঠা শ্রেয়েংশর লক্ষ্য ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে খেলার পাশাপাশি বাংলা তথা ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে খেলা। বাড়িতে সবাই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সমর্থক। তাই লাল-হলুদ জার্সি গায়ে খেলার স্বপ্ন দেখা শুরু শ্রেয়েংশর। আগামী দিনে শ্রেয়েংশর লাল-হলুদ জার্সি গায়ে খেলবে কিনা তা এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। কিন্তু ওকে ঘিরে ইতিমধ্যে স্বপ্ন দেখা শুরু করেছেন বাবা শান্তনু ও মা অর্পণা ঘোষ। আগামী দিনে পেশাদার ফুটবলার হিসেবে ছেলেকে তৈরি করতে চান ১২/১ পিকনিক গার্ডেনের বাসিন্দা ঘোষ দম্পতিরা।

ছেলে শ্রেয়েংশর কথা উঠতেই বাবা শান্তনু বলেন, ছোটবেলায় আমারও ফুটবলের প্রতি খুব ঝোঁক ছিল। সাদা-কালো আঁকিবুকি বলটার প্রতি আমার টান ছিল মারাত্মক। কিন্তু কলকাতা ময়দানে মার্কাস স্পোর্টিং ক্লাবের জার্সি গায়ে দুই বছর খেলার পর চোটের জন্য সরে দাঁড়াতে হয় ফুটবল খেলা থেকে। আমার মতো ছেলে শ্রেয়েংশ-র ফুটবলের প্রতি ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই। তাই ওকে ইস্টবেঙ্গল ফুটবল স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে আমরা দুবার ভাবিনি স্বামী-স্ত্রী। প্রায় এক বছর হল আমার ছেলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ফুটবল স্কুলে অনুশীলন করছে। এই এক বছরের অনুশীলনে ওর মধ্যে যথেষ্ট উন্নতি দেখতে পাচ্ছি। আমি চাই এখানে অনুশীলনের মাধ্যমে ও আরও অনেকখানি এগিয়ে যাক। বাবার অধরা স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করতে শ্রেয়েংশ-র লক্ষ্য লাল-হলুদ জার্সি গায়ে কলকাতা ময়দানে খেলার। আর সেই লক্ষ্য নিয়ে ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে সপ্তাহে তিনদিন সময় মতো হাজির থাকে পিকনিক গার্ডেনের বাসিন্দা ৮ বছর বয়সি শ্রেয়েংশ।

সলমনের লাকি ২৭নম্বর লাল-হলুদ জার্সি

আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ করছেন সলমন

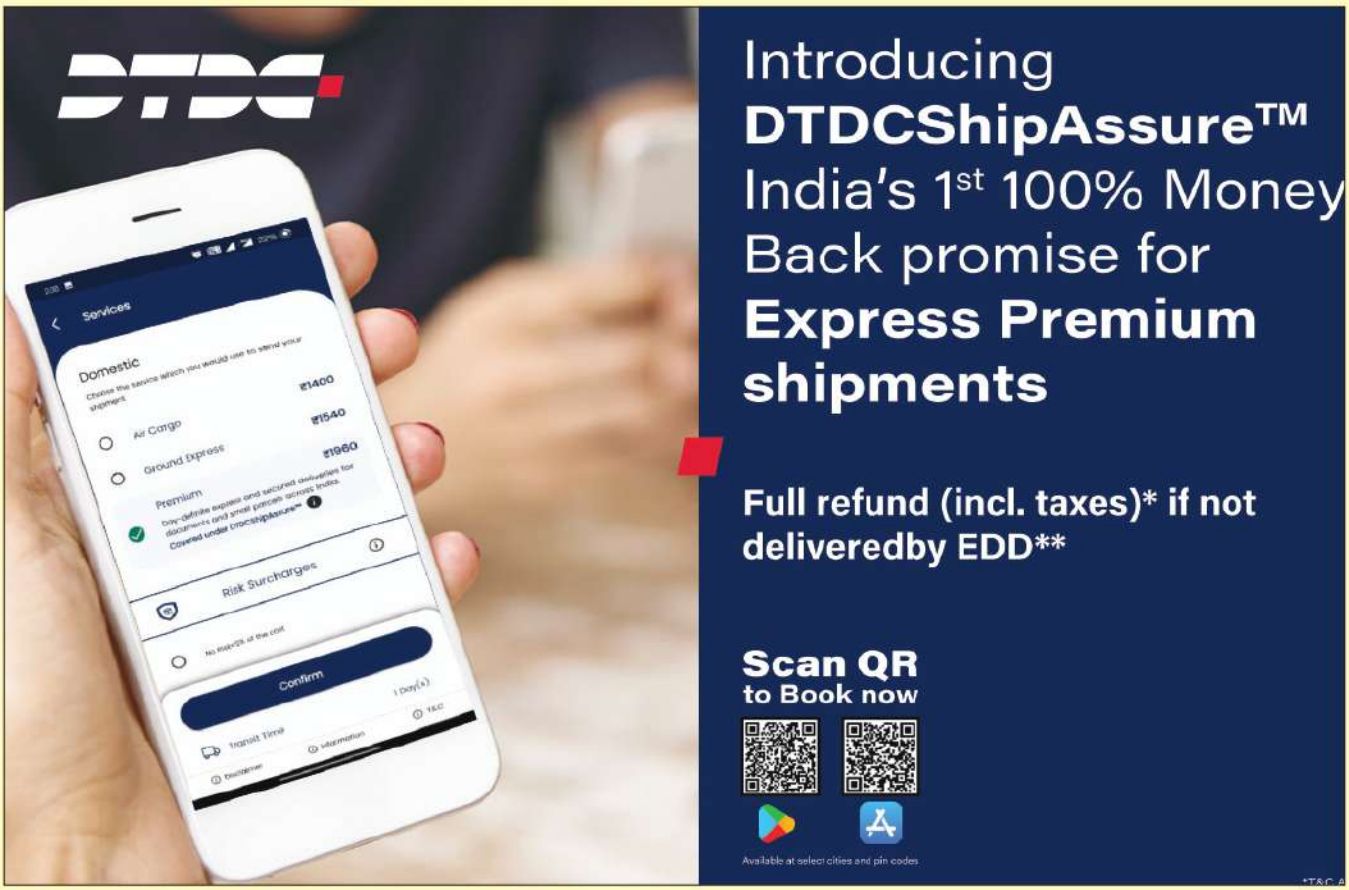

সম্পাদক : ডাঃ শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পাদকমণ্ডলী : রাজীব গুহ, পারিজাত মৈত্র ও অরূপ পাল

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে **মানিক দাসগুপ্ত** কর্তৃক প্রকাশিত এবং **কম্পেড** ওয়ার্কস দ্বারা মুদ্রিত।

ইস্টবেঙ্গল সমাচার নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবুতে

ফোন : ০৩৩-২২৪৮৪৬৪২। e-mail:www.eastbengalclub.com